279342 - শিশুদের জেদ দমন করার সর্বোত্তম উপায়

প্রশ্ন

প্রশ্নটি আমার দুই মেয়ে সংক্রান্ত। একজনের বয়স চার বছর, অন্য জনের বয়স দুই বছর। এদেরকে বড় করে তুলতে আমি বড় ধরনের প্রতিকূলতার সম্মুখীন হচ্ছি। আমি তাদের সাথে যতই নম্র হয়ে কথা বলতে চাই শেষ পর্যন্ত আমি চিৎকার করি, মারি বা এমন কিছু কথা বলে ফেলি যেগুলো বলতে চাই না। তারপর আমার খুব খারাপ লাগে। আমার মেয়ে দু'টি কথা শুনতে চায় না। বড় মেয়েকে কিছু বললে সে আমার অধিকাংশ কথার জবাব দেয়। আর ছোট মেয়েও তার সাথে জেদ ধরতে শুরু করেছে। এতে আমার রাগ উঠে যায়। উল্লেখ্য, আমি বেশ কিছু কঠিন মুহূর্ত পার করেছি, যে কারণে আমার মেজাজ খিটখিটে হয়ে গিয়েছে। এর সমাধান কী? আমি কীভাবে মেয়েদেরকে অনুগত করে তুলতে পারি? কীভাবে নিজেকে আরো ধৈর্যশীল করতে পারি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

সাধারণভাবে সন্তান প্রতিপালন, বিশেষতঃ কন্যাসন্তান লালন-পালনে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ তৌফিকের প্রয়োজন।

আগের যামানায় বলা হতো: "শাসন পিতামাতার পক্ষ থেকে, আর দ্বীনদারিতা আল্লাহর পক্ষ থেকে।" [ইবনু মুফলিহের 'আল-আদাবুশ শরইয়্যাহ' (৩/৫৫২)]

এটি সন্তান প্রতিপালনের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি। অনেকে বাবা-মা মনে করেন যে, তারা নিজেদের শিক্ষাদানের কৌশল, বুদ্ধিমত্তা ও মানসিক যোগ্যতার মাধ্যমে সন্তানদেরকে সঠিকভাবে গড়ে তুলতে পারবেন! তারা মনে করেন, সন্তানদেরকে সেরা স্কুলে ভর্তি করিয়ে, সর্বোচ্চ মানের শিক্ষা দিয়ে এবং সমাজের উঁচু স্তরের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করিয়ে তারা সন্তানদের মন-মানসিকতা ও আচরণের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন।

এটি মারাত্মক ভুল!

হ্যাঁ, পিতামাতার দায়িত্ব হলো ভালো ও উপকারী সব শিক্ষামূলক উপায় অবলম্বন করা।

কিন্তু বড় বিপদ তখনই, যখন বাবা-মা এসব উপায়ের উপরই পুরোপুরি ভরসা করে বসেন এবং আল্লাহর ওপর নির্ভরতা ছেড়ে

দনে।

কারণ মানুষকে যদি আল্লাহ তার নজিরে ওপর ছড়েে দনে, তখন সে পথভ্রষ্ট হয়। আর যদি তাকে তার জ্ঞানরে ওপর ছড়েে দনে, তখন সে লাঞ্ছতি হয়।

এ বষিয়ে আমাদরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যনিি আল্লাহর রাসূল, তাঁকওে আমাদরে রব বলছেনে:

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

"আপনি যাকে পছন্দ করনে (ইচ্ছা করলইে) তাকে সুপথে আনতে পারবনে না; বরং আল্লাহই যাকে চান সুপথে আননে।"[সূরা কাসাস: ৫৬]

এছাড়া আল্লাহর নবী নূহ আলাইহসি সালাম নজি পুত্রকে রক্ষা করতে পারনেনি। এক পর্যায়ে সে কাফরেদরে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। তনিি দোয়া করে বলছেলিনে:

رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ

"হে আমার প্রভু! আমার পুত্র তো আমার পরবিাররেই অন্তর্ভুক্ত এবং আপনার ওয়াদা তো সত্য। আপনি হলনে সবচয়েে বজি্ঞ বচিারক।"[সূরা হুদ: ৪৫]

তখন আল্লাহ বললনে:

يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ

"হে নূহ! আসলে সে তোমার পরবিারভুক্ত নয়। এই প্রার্থনা অসৎকর্ম। অতএব, তুমি আমার কাছে এমন কছিু চয়েো না যে বষিয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নইে। আমি তোমাকে অজ্ঞদরে অন্তর্ভুক্ত না হতে উপদশে দচ্ছি।"[সূরা হুদ: ৪৬]

তাই প্রত্যকে সকাল-সন্ধ্যায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করতনে:

يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ وَلا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرَفَةَ عَيْنٍ

"হে চরিঞ্জীব ও অস্তত্বিরে ধারক! আপনার রহমতরে অসীলায় বপিদমুক্তি চাই। আমার আমার সার্বকি অবস্থা সংশোধন করে দনি এবং আমাকে এক মুহূর্তরে জন্যওে আমার নজিরে কাছে সোপর্দ করবনে না।"[হাদীসটি হাকমে বর্ণনা করনে। শাইখ আলবানী সহীহুল জামি' (৫৮২০) গ্রন্থে এটকিে হাসান বলে গণ্য করনে]

হে আল্লাহর বান্দী! এই মহান ভাবটি নিয়ে চিন্তা করুন। যে সম্পর্কে আজকাল অনেকে পতিামাতা বখেবর:

আমরা যনে সন্তান পালনে নজিদেরে ওপর নর্িভর না কর,ি আমাদরে জ্ঞান-বুদ্ধরি ওপর নর্িভর না কর।ি

বরং নর্িভর কর িমজবুত স্তম্ভরে উপর, আশ্রয়স্থল ও সুরক্ষাদাতার উপর, বপিদে আশ্রয়স্থলরে উপর, সাহায্যকারীর উপর, বশি্বজাহানরে প্রতপিালক, পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালুর উপর।

কারণ একমাত্র তনিইি অন্তরসমূহরে মালকি। তনি িঅন্তরগুলোকে যভোবে চান সভোবে তা ঘুরযি়ে দনে। বান্দাদরে কপোল (নয়িন্ত্রণ) তাঁরই হাতে। তনি িযাকে চান হদোয়াতরে উপর প্রতষ্ঠিতি রাখনে। আর যাকে চান পথভ্রষ্ট করনে। তনি িপরম পবত্রি, তনি িসর্বশক্তমিান, প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ, সূক্ষ্মদর্শী ও সম্যক অবহতি।

এ বষিয়ে অনুসৃত সর্বাধকি কার্যকরী অন্যতম উপায় হলো: প্রজ্ঞা সহকারে, ধর্যৈরে সাথে ও শান্তভাবে বাচ্চাদরে জদেকে মোকাবলিা করা।

কারণ জদেরে মোকাবলি জদে দয়িে করলে তা কবেল জদেকে আরও বাড়য়িে দযে!!

এটি যনে দড়ি টানাটানরি খলোর মতো। একপক্ষ যত বশেি টানে অপরপক্ষও তত বশেি টানতে উৎসাহতি হয়।

কন্তিু, মা যদি শশিুর সামনে দড়রি প্রান্ত ছড়েে দনে, অর্থাৎ তাকে প্রতযিোগতিা ও চ্যালঞ্জেরে ভাষায় মোকাবলিা না করনে, তবে শশিুর জদে দুর্বল হয়ে যায় এবং সে ক্ষতকির আচরণ থকেে বরিত হতে শুরু কর।ে

জদেী শশিু সাধারণত বুদ্ধমিান হয় এবং নজিরে ইচ্ছা পূরণে সার্বক্ষণকি কৌশলী হয়।

সাধারণতঃ সে নজিকেে আশপাশরে মানুষদরে তথা ভাই-বোন, আত্মীয়স্বজন, বাবা-মা, দাদা-দাদীর দ্বারা নপিীড়তি মনে কর।ে কারণ তারা তাকে অতরিক্তি সমালোচনা করে ও তার প্রতি কঠোর আচরণ কর।ে ফলে তাদরে সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক থাকে না।

এই দু’টি বষিয় একত্রে তাকে মানসকিভাবে সমাজ থকেে বচ্ছিন্নি করে ফলেে ও প্রতশিোধপরায়ণ করে তোল।ে

এটি সাধারণত সমাজরে নয়িম-নীতরি প্রতি জদেী মনোভাব ও বদ্রিোহী আচরণরে মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

অতএব, এ অবস্থায় আপনার করণীয় হলো:

উপক্ষো ও ক্ষমার মাধ্যমে তার কৌশলরে মোকাবলিা করা।

সহানুভূতি ও মমতার মাধ্যমে তার নিপীড়ন বোধের মোকাবিলা করা।

তার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করা ও তার সংশোধনের প্রতি আন্তরিক সদিচ্ছা দেখানোর মাধ্যমে তার বিদ্রোহী আচরণের মোকাবিলা করা।

তবে প্রয়োজনীয় শাসনমূলক অবস্থান নিতে হবে; কিন্তু আচরণের ক্ষেত্রে কঠোরতা ও চ্যালেঞ্জের ভঙ্গি ছাড়া।

জেনে রাখুন, দু'টি জিনিস বর্জন করা ও দু'টি জিনিস গ্রহণ করা ছাড়া শিশুদেরকে আপন করে নেওয়া সম্ভবপর নয়:

যে দু'টি বিষয় বর্জন করতে হবে:

- মৌখিক নিষ্যাতন
- শারীরিক নিষ্যাতন

যে দু'টি বিষয় গ্রহণ করতে হবে:

- মৌখিক স্নেহে
- শারীরিক স্নেহে

এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ:

মৌখিক নিষ্যাতন: এটি প্রত্যেক মানহানিকর শব্দ দিয়ে সংঘটিত হয়। যে শব্দ দিয়ে শিশুর ব্যক্তিত্বকে আঘাত করা হয়; তার কাজকে নয়। যেমন: তাকে অলস/অগোছালো, মিথ্যুক, উগ্র ইত্যাদি নেতিবাচক গুণে অভিযুক্ত করা।

এ ধরণের নেতিবাচক পরিস্থিতিতে শিশুর প্রতি স্নেহে বজায় রাখার জন্য করনীয় হলো: কেবল শিশুর কর্মকে নেতিবাচক বিশেষণে বিশেষিত করা; সাথে সাথে শিশুকে এর বিপরীত ভালো গুণে অভিহিত করা।

যেমন:
"তুমি অগোছালো" না বলে আমরা তাকে বলব: "তুমি তো গোছানো মানুষ, তাহলে তুমি এমন আচরণ কীভাবে করলে যাতে অবহেলা রয়েছে?"

"তুমি মিথ্যাবাদী" না বলে আমরা তাকে বলব: "তুমি তো সত্যবাদী; তাহলে এমন কথা কীভাবে বললে যা ঘটেনি?"

"তুমি উগ্র" না বলে আমরা তাকে বলব: "তুমি তো স্নেহশীল, কিন্তু, নিজের ভাইকে কীভাবে উগ্রভাবে মারলে?!"

এভাবইে অন্যান্য ক্ষত্রেে করবে।

শারীরকি নর্যিাতন: প্রত্যকে অপমানজনক শারীরকি আঘাতরে মাধ্যমে এটি ঘটে। যার পছিনে উদ্দশ্যে হয় কষ্ট দওেয়া ও প্রতশিোধ নওেয়া। যমেন: এমন মারাত্মকভাবে প্রহার করা, যা শরীয়তসম্মত শাসনমূলক প্রহাররে সীমা ছাড়য়িে কষ্ট ও প্রতশিোধরে পর্যায়ে পৌঁছে যায়। কনেনা শরীয়তে প্রহাররে স্তর তনিটি:

সর্বনম্নি স্তর: শাসনমূলক প্রহার।

সর্বোচ্চ স্তর: হদ্দ বা আইনী দণ্ড।

মধ্যবর্তী স্তর: বচিারক কর্তৃক শাস্তমিূলক প্রহার।

আমরা যদি সর্বোচ্চ স্তর তথা আইনী দণ্ডরে প্রহার নয়িে পর্যালোচনা করি, তাহলে দখেব যে, এতে এমন শরয়ি শর্তবধিি আছে, যা আমাদরে যুগে বাবা-মায়রো সন্তানদরেকে যভোবে মারধর করে তার চয়েে অনকে হালকা ও নম্নিস্তরতি!

ফকীহরা (ইসলামী আইনজ্ঞরা) বলনে: সুস্থ শক্তশিালী ব্যক্তকিে আইনী দণ্ডরে ক্ষত্রেে মাঝারি ধরনরে বতে দয়িে মারা হবে। বতেটি ভজো হবে না, অতরিক্তি শুকনোও হবে না এবং এত হালকা হবে না যে ব্যথাই লাগে না, আবার এত মোটা হবে না যে ক্ষতরে সৃষ্টি করে।

তারা আরও শর্ত আরোপ করনে যে, প্রহারকারী তার হাত মাথার ওপর এত বশেি তুলবে না যে, তার বগলরে সাদা অংশ দখো যায়। প্রহারকারী শরীররে প্রাণঘাতী অঙ্গগুলো এড়য়িে প্রহার করবে এবং বতেগুলো শরীররে বভিন্নি জায়গায় ছড়য়িে দবিে। তারা একমত যে, মুখে, লজ্জাস্থানে ও প্রাণঘাতী অঙ্গগুলোতে প্রহার করা যাবে না।

এ প্রসঙ্গে দখেুন: হাশয়িাতু ইবনে আবদিীন (৩/১৪৭), যুরকানী (৮/১১৪), রাওদা (১০/১৭২), আল-মুগনী (৮/৩১৩-৩১৫)।

এই যদি হয় বত্রোঘাত দণ্ড (জালদ)-এর ক্ষত্রেে আরোপকৃত শর্তাবলী, যটো প্রহাররে সর্বোচ্চ স্তর তাহলে শাসনমূলক প্রহাররে ব্যাপারে কী ধারণা করা যায়?!

শাসনমূলক প্রহার সম্পর্কে আল্লাহ বলনে:

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

“তোমেরা যে নারীদরে অবাধ্যতার আশঙ্কা করো তাদরেকে (প্রথমে) উপদশে দাও, (তাতে কাজ না হলে) বছিানায় তাদরেকে

বর্জন করো এবং (তাতেও ফল না দলিে) তাদরেকে (মৃদু) প্রহার করো। এতে যদি তারা তোমাদরে অনুগত হয় তাহলে তাদরে বরিুদ্ধে অন্য কোনো পথ অন্বষেণ করো না। নশ্চিয় আল্লাহ অনকে ঊর্ধ্বস্থতি, সুমহান।’[সূরা নসিা: ৩৪]

কুরতুবী তার তাফসীরে (৫/১৭২) বলনে: “এই আয়াতে যে প্রহাররে কথা বলা হয়ছেে তা হলো শাসনমূলক, যা অ-মারাত্মক। যাতে কোনো হাড় ভাঙে না, কোনো অঙ্গকে বকিৃত করে না; যমেন হালকা কলি বা অনুরূপ কছিু দওেয়া। কারণ এ প্রহাররে উদ্দশ্যে হচ্ছে: কবেল সংশোধন করা; অন্য কছিু নয়।

সুতরাং যদি এই প্রহারে মৃত্যু ঘটে তাহলে নঃিসন্দহেে মৃত্যুজনতি ক্ষতপিূরণ দতিে হবে। এ কথা এমন শক্ষিকরে ক্ষত্রেওে প্রযোজ্য, যে কুরআন শখোনো ও আদব শখোনোর জন্য তার ছাত্রকে মারে।

সহীহ মুসলমিে আছে: ‘স্ত্রীদরে ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। কনেনা তোমরা আল্লাহর আমানতরে (অঙ্গকিাররে) মাধ্যমে তাদরেকে গ্রহণ করছে এবং আল্লাহর বাণীর মাধ্যমে (শরয়িতরে মাধ্যমে) তাদরে লজ্জাস্থান ভোগ করা বধৈ করছে। তাদরে উপর তোমাদরে প্রাপ্য অধকিার হলো: তারা তোমাদরে অপছন্দনীয় কাউকে তোমাদরে বছিানায় বসতে দবিে না। যদি তারা সটেি করে তাহলে তাদরেকে এমনভাবে প্রহার করো যা কষ্টদায়ক নয়।’[ইমাম মুসলমি হজ্জ সংক্রান্ত দীর্ঘ জাবরে রাদয়িাল্লাহু আনহুর দীর্ঘ হাদীসে এটি বর্ণনা করছেনে]

তারপর তনিি বলনে:

“আতা রাহমিাহুল্লাহ বলনে: আমি ইবনে আব্বাস রাদয়িাল্লাহু আনহুকে জজ্ঞিসে করলাম: ‘অ-মারাত্মক প্রহার কী?’ তনিি বললনে: ‘মসিওয়াক বা অনুরূপ কছিু দযি়ে প্রহার করা।’” এটি ইমাম তাবারী তাঁর তাফসীরে সহহি সনদে বর্ণনা করছেনে।

শারীরকি বা মৌখকি নর্যিাতনরে গ্রহণযোগ্য বকিল্প হলো: বঞ্চনার মাধ্যমে শাস্তি দয়ো।

এখানে বঞ্চনা বলতে বোঝানো হয়ছেে সীমতি ও নয়িন্ত্রতি “শক্ষিামূলক” বঞ্চনা; উন্মুক্ত বা সীমাহীন বঞ্চনা নয়।

যমেন: শশিুকে দশ মনিটি খলোধুলা করতে না-দওেয়া। এটি একটি নয়িন্ত্রতি শক্ষিামূলক বঞ্চনা। যার উদ্দশ্যে তার আচরণকে সংশোধন করার জন্য মানসকি চাপ সৃষ্টি করা।

শশিুকে তার বয়স অনুপাতকি সময় “শাস্তরি চয়োরে” বসয়িে রাখা (যমেন: দশ বছররে বাচ্চাকে = দশ মনিটি) এটও শক্ষিামূলক বঞ্চনার একটি রূপ।

শশিুর দনৈকি হাতখরচ থকেে নর্দিষ্টি অল্প অংশ কটেে নওেয়াও। এটাও এক ধরনরে নয়িন্ত্রতি শক্ষিামূলক বঞ্চনা।

কন্তিু যদি শশিুকে একদনি বা তারও বশেি সময় খলোধুলা থকেে সম্পূর্ণ বঞ্চতি করা হয় অথবা যদি তার পুরো হাতখরচ

বন্ধ করে দেওয়া হলো তাকে শাস্তির সাথে মানিয়ে নেয়ার একটি প্রক্রিয়া। বারবার এমনটা করা হলে শিশুটি খুব দ্রুতই এতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে এবং এ ধরনের অনিয়ন্ত্রিত বঞ্চনার মাধ্যমে শাস্তি প্রদান করা হলে সে ধীরে ধীরে বিকল্প পথ খুঁজে নেয়।

এছাড়াও ইতিবাচক ও নেতিবাচক কাজের জন্য শিশুর সাথে 'স্টার চার্ট' ব্যবহার করা খুবই উপকারী।

যেমন: প্রতিটি ভালো আচরণের জন্য তাকে এক বা একাধিক 'স্টার' দেওয়া। প্রতিটি খারাপ আচরণের জন্য এক বা একাধিক 'স্টার' কেটে নেওয়া।

পাশাপাশি 'স্টারগুলোর' জন্য নিম্ন নির্ধারণ করা: যেমন: দশটি 'স্টার' পূরণ হলে একটি উপহার। বিশটি 'স্টার' পূরণ হলে একটি বিনোদনমূলক ভ্রমণ। এভাবে ধাপে ধাপে।

মৌখিক স্নেহ: তিনটি বিষয়ের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়:

প্রথমত:

ভালোবাসা ও আবেগমুলক কথা বলা। যেমন আপনার মেয়েদেরকে বলবেন: "আমি তোমাকে ভালোবাসি" এবং এ ধরনের অন্য যে কোন কথা।

কারণ ভালোবাসার অনুভূতি প্রকাশ করা এমন একটি বিষয়, যার প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উৎসাহ দিয়েছেন।

আবু কারীমা মিকদাম ইবনু মাদীকারিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'যখন কেউ তার ভাইকে ভালোবাসে, তখন সে যেন তাকে জানিয়ে দেয় যে সে তাকে ভালোবাসে।'[হাদীসটি আবু দাউদ (৫১২৪) ও তিরমিযী (২৩৯২) বর্ণনা করেছেন এবং শাইখ আলবানী এটিকে সহীহ বলেছেন]

এ ভালোবাসা প্রকাশ হওয়া উচিত নৈর্ব্যক্তিক, নিয়মিত ও উন্মুক্তভাবে। কোনো বিশেষ মৌসুম, উপলক্ষ বা বাবা-মায়ের পছন্দনীয় আচরণের শর্তে নয়।

দ্বিতীয়ত:

কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা প্রকাশ করা; এমনকি খুব ছোট্ট কাজের জন্যও। কারণ অনবরত সমালোচনা করা ও অপমানজনক কথা বলা শিশুর ব্যক্তিত্বের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং তাকে ভীষণভাবে দুর্বল করে দেয়।

তৃতীয়ত:

সমর্থন ও উৎসাহব্যঞ্জক কথাবার্তা বলা। তার বশিষে দক্ষতা বা সাধারণ কাজকর্মে তাকে উৎসাহ দওেয়া এবং মানসকিভাবে তাকে প্ররেণা দওেয়া; যাতে সে তা চালয়িে যতেে ও উন্নত করতে পার।ে

শারীরকি স্নহে: এটি তনিটি বষিয়রে মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাক:ে

প্রথমত:

কোনো নর্দিষ্টি কাজ বা আচরণরে শর্ত ছাড়াই ছাড়াই শশিুকে কোলে নওেয়া, বুকে জড়য়িে ধরা। যমেনভিাবে ইতপিূর্বে শর্তহীনভাবে ভালোবাসা প্রকাশরে কথা বলা হয়ছে।ে

এটি শশিুদরে আবগেগত অস্থরিতা কমাতে ও তাদরেকে মানসকিভাবে স্থতিশীল রাখতে বড় ধরণরে ভূমকিা রাখ।ে

দ্বতিীয়ত:

ইতবিাচক শারীরকি স্পর্শ। যমেন তাদরে মাথায় হাত বুলয়িে দওেয়া, কাঁধে আলতো চাপড়ে দওেয়া এবং এই জাতীয় অন্যান্য ইতবিাচক স্পর্শরে মাধ্যমগুলো। এগুলো সসেব নতেবিাচক স্পর্শরে বকিল্প হসিবেে কাজ করব,ে যগেুলো সাধারণত সন্তানরে জদে ও নতেবিাচক আচরণরে সময় যোগাযোগরে ক্ষত্রেে বশেি প্রকাশ পয়েে থাক।ে

তৃতীয়ত:

মানসকি ও শারীরকিভাবে তাদরে সাথে অংশগ্রহণ। মানসকিভাব:ে তাদরে কাজ, শখ ও দক্ষতার দকিে আগ্রহ ও প্রশংসার দৃষ্টতিে তাকানো।

শারীরকিভাব:ে তাদরে খলোধুলা, আনন্দ, গুরুত্বপূর্ণ কাজ ও আনন্দরে কাজে বাস্তবে অংশগ্রহণ করা।

আমরা আলোচনা শষে করতে যাচ্ছি শশিু-কশিোরদরে সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে আচরণরে কছিু নমুনা দয়ি:ে

আনাস ইবনে মালকি রাদয়িাল্লাহু আনহু বলনে: “রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষদরে মধ্যে সর্বোত্তম চরত্রিরে অধকিারী ছলিনে। একদনি তনিি আমাকে একটি কাজে পাঠালনে। আমি বললাম: ‘আল্লাহর কসম, আমি যাব না।’ কন্তিু, আমার মনে ছলি আমি যাব; আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে যে নর্দিশে দয়িছেনে। তখনই আমি বরে হয়ে গলোম। যাওয়ার সময় বাজারে খলেতে থাকা কছিু শশিুর কাছে গলোম। হঠাৎ দখেি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম পছেন থকেে আমার ঘাড় ধরে ফলেলনে। আমি তাঁর দকিে তাকালাম। তখন তনিি হাসছলিনে। তনিি বললনে: ‘হে উনাইস (আনাস স্নহেপ্রকাশে ক্ষুদ্রতাজ্ঞাপক শব্দে ‘উনাইস’ বলছেনে)! আমি তোমাকে যখোনে পাঠয়িছেলিাম তুমি কি সখোনে গয়িছেলি?’

তনিি বলনে: আমি বললাম: ‘হ্যাঁ, আল্লাহর রাসূল! আমি যাচ্ছি।’”[হাদীসটি মুসলমি (২৩১০) বর্ণনা করনে]

আনাস রাদয়িাল্লাহু আনহু আরো বর্ণনা করনে: “আমি দশ বছর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে খদেমত করছে।ি আল্লাহর কসম, তনিি কখনো আমাকে ‘উফ’ পর্যন্ত বলনেনি। কোনো কাজরে জন্য কখনো বলনেনি: ‘তুমি কনে এমন করল?’ অথবা ‘এভাবে করলে না কনে?’”[হাদীসটি বুখারী (৬০৩৮) ও মুসলমি (২৩০৯) বর্ণনা করনে]

এই ছলি খাদমেরে সাথে তাঁর আচরণ। ... তাহলে নজিরে সন্তানরে সঙ্গে তাঁর আচরণ কমেন ছলি, সটেি কল্পনা করুন!?

শাদ্দাদ ইবনে আউস রাদয়িাল্লাহু আনহু বলনে: “এক রাতে এশার নামাযে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান বা হুসাইন রাদয়িাল্লাহু আনহুকে কোলে নয়িে বরে হলনে। তনিি সামনে গয়িে তাকে নাময়িে রাখলনে। তারপর নামায শুরু করলনে। নামাযরে সময় তনিি একটি সজিদা খুব দীর্ঘ করলনে। আমার বাবা বলনে: আমি মাথা তুলে একটু দখেলাম শশিুটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে পঠিে চড়ে বসে আছ,ে আর তনিি সজিদায় পড়ে আছনে। আমি আবার সজিদায় ফরিে গলোম। নামায শষে হলে লোকেরো বলল: ‘হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এমন দীর্ঘ সজিদা করলনে যে আমরা ভাবলাম হয়তো কছিু ঘটছে,ে অথবা আপনার প্রতি ওহী নাজলি হচ্ছ!ে’

তনিি বললনে: ‘এর কোনোটাই হয়নি; বরং আমার বৎস (নাতি) আমার পঠিে চড়ছেলি। আমি তাকে তাড়াহুড়া করে নামাতে পছন্দ করনি,ি যতক্ষণ না সে তার প্রয়োজন পূরণ কর।ে’”[হাদীসটি নাসাঈ (১১৪১) বর্ণনা করনে, শাইখ আলবানী হাদীসটকিে সহহি বলছেনে]

এর থকেে বোঝা যায, শশিুদরে প্রয়োজনরে প্রতি খয়োল রাখা কতটা গুরুত্বপূর্ণ; এমনকি সটো সুমহান ও মর্যাদাবান আল্লাহর ইবাদতরে সময়টাতওে।

আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি: তনিি যনে আমাদরে সন্তানদরেকে নকেকার বানয়িে দনে, আমাদরেকে তাদরে সঙ্গে যথাযথভাবে আচরণ করা ও তাদরে আমানত আদায় করার ক্ষত্রেে প্রজ্ঞা দান করনে এবং রাব্বুল আলামীন যনে আমাদরে প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান। তনিি মহান ও পবত্রি।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।